আলমডাঙ্গায় প্রধান শিক্ষককে মারপিটের ঘটনায় কৃষকলীগ নেত্রী গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গা সরকারি পাইলট উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষককে মারপিটের ঘটনায় সাবেক কৃষকলীগের সভানেত্রী সামসাদ রানুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল বুধবার রাত ৮ টার দিকে পৌর এলাকার এরশাদপুর চাতাল মোড় থেকে আটক করে পুলিশ।

জানাযায়, বুধবার সকালে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণীর পর্যন্ত ছাত্রদের অর্ধ বার্ষিকী পরিক্ষা চলছিলো। একই দিন ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিক্ষার দিন ছিল। অর্ধ বার্ষিকী পরিক্ষার জন্য সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিক্ষা নিতে দেরি হচ্ছিলো। সে সময় শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের মাঠে অবস্থান করছিলো। এরমধ্যে সামসাদ রানুর ছেলে সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থী অর্ক ছিলো। তার গায়ে রোদ লাগার কারণে সে বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক স্কুলে আসতেই কলার চেপে ধরে টানতে টানতে বিদ্যালয়ের শ্রেনীকক্ষের দিকে নিয়ে যায়। সেখানে কিলঘুষি সহ পায়ের স্যান্ডেল খুলে শিক্ষককে মারপিট করে। ভুক্তভোগী স্কুলের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম বাদী হয়ে বুধবার বিকেল ৫ টায় আলমডাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করেন ।

প্রত্যক্ষদর্শী সহকারী প্রধান শিক্ষক ইলিয়াছ হোসেন বলেন, আমি অফিসের ভেতরেই ছিলাম। কিছু বুঝে ওঠার আগেই স্যারকে মারধর শুরু করা হয়।

প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম খান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, যা ঘটেছে তা অত্যন্ত অপমানকর। আমি হতবিহ্বল হয়ে পড়েছি। স্কুলের সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্যার আমাকে ডেকেছিল। তার সাথে পরামর্শ করে আইনগত ভাবে বিকেলে থানায় মামলা দায়ের করেছি।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি বিপ্লব কুমার নাথ জানান, শিক্ষকের দায়েরকৃত মামলায় সামসাদ রানুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মামলায় আজ (বৃহস্পতিবার) কোর্টের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হবে।

আলমডাঙ্গায় প্রধান শিক্ষককে জুতা পেটা করলো আওয়ামীলীগের নেত্রী

স্কুলের ছাত্ররা রোদ্রে বাহিরে দাড়িয়ে থাকায় ক্ষোভে প্রধান শিক্ষককে জুতা পেটা করলেন আওয়ামীলীগ নেত্রী সামসাদ রানু। তিনি সাবেক আলমডাঙ্গা পৌরসভার প্যানেল মেয়র। ঘটনাটি আলমডাঙ্গা সরকারি বহুমুখী পাইলট বালক বিদ্যালয়ে ঘটেছে। প্রধান শিক্ষককে অফিসে প্রবেশ করে জুতা পেটা করার ঘটনায় এলাকাজুড়ে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়েছে।

এঘটনায় রিপোর্ট লেখাপর্যন্ত আইনগত ব্যবস্থার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম খাঁন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সামসাদ রানু ওরফে রাঙা ভাবি। গত কয়েক দিনে তীব্র দাবদহে অতিষ্ঠ জনজিবন। প্রাথমিক স্কুল গুলো বন্ধ থাকলেও মাধ্যমিক পর্যায়ে সকল স্কুল চলমান রয়েছে। সামসাদ রানুর ছেলে অর্ক সে ওই স্কুলে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। বুধবার সকালে সামসাদ রানু তার ছেলের কাজের বিষয়ে স্কুলে আসেন। স্কুল সাড়ে সকাল ৯ টার বাজলেও কোন কক্ষ খোলা হয়নি। কিছুক্ষণ পর স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রবেশ করলে হঠাৎ চড়াও হয় সামসাদ রানু। ধাক্কা দিতে দিতে অফিস কক্ষে নিয়ে যায়। সেখানে প্রধান শিক্ষকে চড়-থাপ্পড় মারতে থাকে একপর্যায়ে তার পায়ের স্যান্ডেল খুলে মারতে থাকে। এতে প্রধান শিক্ষক শারীরিক ও মানসিক ভাবে লাঞ্ছিত হয়। ঘটনার পরপরই স্কুলের শিক্ষকেরা চড়াও হলে সামসাদ রানু ছটকে পড়ে। মুহুর্তে এঘটনাটি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়।

ভুক্তোভোগী প্রধান শিক্ষক রবিউর ইসলাম খান বলেন, বিদ্যালয়ের মধ্যেই সবার সামনে সামসাদ রানুর আমাকে লাঞ্চিত করেছেন। মারধর করেছেন।

তিনি আরো বলেন, বিদ্যালয়ের অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণির

শিক্ষার্থীদের অর্ধ বার্ষিকী পরিক্ষা নেয়া হচ্ছিল। একই দিন ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিক্ষার দিন ছিল। অর্ধ বার্ষিকী পরিক্ষার জন্য সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিক্ষা নিতে দেরি হচ্ছিল। সেই শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের মাঠে অবস্থান করছিল। এরমধ্যে সামশাদ রানুর ছেলে সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থী অর্ক ছিল। তার গায়ে রোদ লাগার কারণে আমি বিদ্যালয়ে আসতেই আমাকে কলার চেপে ধরে টানতে টানতে বিদ্যালয়ের শ্রেনীকক্ষের দিকে নিয়ে যান। আমাকে কিলঘুষি মারতে থাকেন। তার পায়ের জুতা খুলেও মারধর করে।

আকস্মিক মারধরে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। হাত-পা অবশ হয়ে যাচ্ছে। আমি বয়স্ক মানুষ। এমনিতেই শারীরিক দুর্বলতায় ভুগছি। পরিক্ষার শেষে আমি বাড়ি চলে এসেছি। বিষয়টি মোবাইলে ইউএনওকে জানিয়েছি।

অভিযুক্ত সামসাদ রানু বলেন, বিদ্যালয়ের কক্ষ না খোলায় আমার ছেলে সহ প্রায় ৮০০ শিক্ষার্থী সকাল ৯টা থেকে ১০ টা পর্যন্ত বিদ্যালয়ের মাঠে অবস্থান করছিল। তীব্র তাপদহে শিক্ষার্থীরা হাসফাস অবস্থা। সোয়া ১০টার পর প্রধান শিক্ষকের বিদ্যালয়ে আসলে আমি তার নিকট গিয়ে কক্ষের তালা খোলার কথা বলি। তিনি জানান, এই দায়িত্ব আমার না, সহকারি প্রধান শিক্ষক ইলিয়াস ও কর্মচারি সিদ্দীকের। তিনি আমাকে উলটো বলেন, সহকারি প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্যরা আপনাকে আমার পিছনে লেলিয়ে দিয়েছে। আমি তার জবাবে বললাম আমি এখানে কোন নেত্রী হিসেবে না, আমি অভিভাবক হিসেবে এসেছি। এরপরই আমি তার জামার কথা চেপে ধরে টেনে নিয়ে “তালা খোল” কক্ষের তালা খুলাইছি। তখন শিক্ষার্থীরা স্কাসে বসে।

প্রত্যক্ষদর্শী সহকারী প্রধান শিক্ষক ইলিয়াছ হোসেন বলেন, আমি অফিসের ভেতরেই ছিলাম। কিছু বুঝে ওঠার আগেই স্যারকে মারধর শুরু করা হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রনি আলম নূর বলেন, এই বিষয়টি লোক মারফতে জেনেছি। প্রধান শিক্ষকও আমার নিকট মোবাইল করেছিল। আমি তাকে আমার কার্যালয়ে আসতে বলেছি। কেউ যদি অন্যায় করেন তাহলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারেন। তবে কাউকে মারধর করাটা এটা চরম অন্যায়। অভিযোগ প্রমানিত হলে ওই নারীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় ৯৯৯ এ কল/ চার ছাত্রকে উদ্ধার করলো পুলিশ

আলমডাঙ্গার হারদিতে তুচ্ছ ঘটনায় চার কলেজ শিক্ষার্থীকে বেধড়ক পিটিয়ে জখমের অভিযোগ উঠেছে ইন্টারনেট ব্যবসায়ী মিন্টুর বিরুদ্ধে।

গত রোববার রাত সাড়ে ১১টার দিকে হারদি এলাকার ডিসমোড়ে একটি ছাত্রাবাসে এ ঘটনা ঘটে। আহত চার কলেজ শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।

আহত কলেজ ছাত্ররা হলেন, সিয়াম উদ্দিন, নাঈম, শুভ ও ইমরান। এরা প্রত্যেকে আলমডাঙ্গার হারদী এম,এস জোহা ডিগ্রি কলেজের শিক্ষার্থী।

ভুক্তোভোগী ছাত্ররা বলেন, আমাদের ছাত্রাবাসে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবাদাতা কার্নিভাল প্রতিষ্ঠানের ইন্টারনেট ব্যবহার করে আসছি। এই প্রতিষ্ঠানের অনু ডিভাইজ (অপটিক্যাল সিগন্যাল কে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল এ রূপান্তর করে) ঘরের মধ্যে থাকায় বাইরে দেয়ার জন্য দীর্ঘদিন যাবত স্থানীয় প্রতিনিধি মিন্টুকে তাগিদ দেয়া হয়। রোববার রাতে অনু ডিভাইজ সরিয়ে নেয়ার জন্য ১ হাজার টাকা সার্ভিজ চার্জ দাবি করে। অতিরিক্ত চার্জ দিতে আপত্তি করলে মিন্টুর সঙ্গে আমাদের কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে মিন্টুর হাতে থাকা লোহার সেলাই রেঞ্জ দিয়ে শিক্ষার্থী সিয়ামের মাথায় আঘাত করে। এতে তার মাথা ফেটে যায়। পরে শিক্ষার্থী নাইম, শুভ ও ইমরানকে হাত দিয়ে কিল ঘুষি মেরে আহত করে।

বিষয়টি তাৎক্ষনিক জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ এ কল করা হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে আমাদের উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠায়।

আহত সিয়াম উদ্দিনের মামা নজির উদ্দিন বলেন, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমার ভাগ্নের উপর হামলা করে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে মিন্টু। হারদি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার

মাথায় সিটিস্ক্যান করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ।

ইন্টানেট ব্যবসায়ী মিন্টু বলেন, সার্ভিস চার্জ ১হাজার টাকা বলায় শিক্ষার্থীরা আমার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে হামলা করে। এতে আমার হাত কেটে গেছে। আমিও পালটা হামলা করেছি।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্সে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বৃক্ষ রোপন

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ লাইন্সে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে।

সোমবার বেলা সাড়ে দশটার সময় পুলিশ লাইন্স প্যারেড মাঠের চতু্র্দিকে সীমানা প্রাচীর ঘেঁষে প্রায় ০.৭৫ কি.মি. এলাকায় শতাধিক মেহগনি গাছের চারা রোপন করা হয়।

গাছ লাগিয়ে যত্ন করি, সুস্থ প্রজন্মের দেশ গড়ি প্রতিপাদ্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের আয়োজনে এবং বেসরকারি প্লাটফর্ম বনায়ন এর সহযোগিতায় সবুজ বাংলাদেশ বিনির্মাণে যা পর্যায়ক্রমে চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল ইউনিট- থানা, ফাঁড়ি, তদন্ত কেন্দ্র এবং ক্যাম্পে ফলজ বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপনের আওতায় আনা হবে।

উক্ত বৃক্ষরোপন কর্মসূচি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ আবু তারেক, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্স পুলিশ পরিদর্শক (সঃ) কাশেম আলী, ঝিনাইদহ লিফ রিজিওন রিজিওনাল লীফ ম্যানেজার মাজেদুল হক খাঁন, এআইও মোহাম্মদ সরোয়ার আলম, মোঃ আতিয়ার রহমান, তানভির নিশাত সহ অন্যান্য পুলিশ সদস্যবৃন্দ।

জীবননগরে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত

জীবননগরে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল ১১টার সময় জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে উপজেলা পরিষদের হলরুমে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ রোকুনুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী মোঃ হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) তিথি মিত্র, জীবননগর থানার ওসি (অপারেশন) মোঃ মতিয়ার রহমান, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোঃ মিজানুর রহমান,উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা

‘প্লাস্টিক দূষণ সমাধানে সামিল হই সকলে সবাই মিলে করি পণ বন্ধ হবে প্লাস্টিক দূষণ’ এই প্রতিপাদ্য চুয়াডাঙ্গায় পালিত হয়েছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস।
চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের আয়োজনে সোমবার সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে বর্ণাঢ্য র্যালি বাহির হয়ে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট মোড় ঘুরে আবার চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এসে শেষ হয়।

র্যালি পরবর্তী আলোচনা সভায় চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক( সার্বিক) মোঃ নাজমুল হামিদ রেজা সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

এ সময় তিনি বলেন, প্লাস্টিক আমাদের জীবনের ব্যবহৃত জিনিসের মধ্যে সবথেকে মারাত্মক ক্ষতিকর একটি বস্তু । যেটি ব্যবহারের শরীরে মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হচ্ছে এমনকি প্লাস্টিক ব্যবহারের কারণে ক্যান্সার পর্যন্ত হচ্ছে। প্লাস্টিক ব্যবহারে শুধুমাত্র যে আমাদের নিজেদের ক্ষতি হচ্ছে সেটা নয় ক্ষতি হচ্ছে আমাদের পরিবেশের উপর। আমাদের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ মাটিকে দূষণ করছে প্লাস্টিক। এতে ব্যাপকভাবে ক্ষতি সাধিত হচ্ছে প্রকৃতির উপর। এসময় তিনি আরো বলেন , গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতিমধ্যে প্লাস্টিকের দ্রব্য ব্যবহার ব্যতীত পঁচনশীল পাট দ্রব্য ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করছেন। তিনি সকলকে আহ্বান করে বলেন প্লাস্টিক পণ্য দ্রব্য যত্রতত্র না ফেলে একটা নির্দিষ্ট স্থানে ডাস্টবিনে ফেলতে বলেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক( শিক্ষা ও আইসিটি)কবীর হোসেন, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর সিদ্দিকুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ( অর্থ ও প্রশাসন) আবু তারেক, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি সরদার আল আমিন, দৈনিক প্রথম আলো চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি শাহ্ আলম সনি সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা বৃন্দ ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত শিক্ষক ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

আলমডাঙ্গায় পশুহাটের সেড নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

পরিচ্ছন্ন পৌর-নগরীতে জনদুর্ভোগ কমাতে মৎস্য প্রাণীসম্পদ অধিদফতরের উদ্যোগে মাছ মাংস ও ছাগল বিক্রয়ের নতুন সেড নির্মাণ

কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টায় পৌর শহরের পশুহাট প্রাঙ্গণে পাইকারি মাছ মাংস ও ছাগল বিক্রয়ের সেড নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন মেয়র হাসান কাদির গনু।

স্থানীয় সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা পৌর শহরে বাড়তে শুরু করেছে যানবাহন ও জনবসতি। বহুতল ভবন নির্মাণের পাশাপাশি সংকুচিত হয়ে পড়েছে সড়ক পথ। ইতোমধ্যে আলমডাঙ্গা পৌর শহরে মাছের পাইকারি ও সাপ্তাহিক দু’টি হাট বসানো হত পৌরসভা সন্নিকটে। ওই স্থানের নির্মিত আড়ৎ ঘর গুলো ভেঙে তৈরি করা হচ্ছে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম। এরই কারণে উপজেলা মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ অধিদফতরের উদ্যোগে ৬টি সেড নির্মাণ করা হচ্ছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে পশুহাট প্রাঙ্গণে দু’টি সেড নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু। নির্মাণ কাজের দায়িত্বে রয়েছে কুষ্টিয়া জেলার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স নুর কনকট্রাকশন। এছাড়াও পর্যায়ক্রমে ৪ টি সেড নির্মাণ করা হবে খুচরা বিক্রেতাদের জন্য। দু’টি মাছ ও দু’টি মাংস ব্যবসায়ীদের জন্য আধুনিক ভাবে নির্মাণ করা হবে সেড গুলো। এসব নির্মাণ কাজে ৬টি সেডের অর্থায়ন করছে মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ অধিদফতর। দীর্ঘদিন মাছ ও মাংস বিক্রেতা ক্রেতাদের ভোগান্তির কারণ হচ্ছে ময়লা ও জলাবদ্ধতা। এদুটি দিক খেয়াল রেখেই নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন নিয়ে মিলন, সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক, বিশিষ্ট উদ্যোক্তা হিমেল, মেসার্স নুর কনস্ট্রাকশন এর স্বত্বাধিকারী জিহাদ হোসেন, পৌরসভার প্যানেল মেয়র কমিশনার মুজিবুল হক, সাবেক উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কাজী রবিউল হক, বণিক সমিতির ক্যাশিয়ার আলাউদ্দিন, নুর কনস্ট্রাকশনের প্রজেক্ট ম্যানেজার ওয়াহেদ হোসেন, পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা রাকিবুল ইসলাম, উপসহকারী প্রকৌশলী আসাদুজ্জামান, আওয়ামী লীগ নেতা জুয়েল চৌধুরী প্রমুখ।

কার্পাসডাঙ্গায় ১০০ বোতল ফেনসিডিল ও একটি পিকআপসহ ২ জন আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা হইতে মুজিবনগর সড়কে কানাইডাঙ্গা মসজিদের মোড় থেকে ১০০ বোতল ফেন্সিডিল ও একটি টাটা জেনন পিকআপসহ দুই জনকে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, আজ বৃহস্পতিবার ভোরে গোপন সংবাদ পেয়ে কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের এসআই ইমরান হোসেন, এএসআই মোঃ মসলেম উদ্দিন সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে তাদের আটক করেন। আটকরা হলেন- রাজবাড়ী সদর উপজেলার লক্ষিকোল গ্রামের মৃত জব্বার সরদারের ছেলে সাইদুল সরদার (৩৬) এবং বিনোদপুর গ্রামের বাসুদেব মণ্ডলের ছেলে গোপিনাথ মণ্ডল (৩৫)।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। তাদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

জীবননগরে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস পালিত

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে র্যালী ও আলোচনা সভার মধ্যে দিয়ে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস পালিত হয়েছে।
আজ বুধবার সকাল ১০টার সময় জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে চত্বর থেকে একটি র্যালীবের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা পরিষদের হলরুমে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
জীবননগর উপজেলার ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্রর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর

[illegible] [illegible] [illegible] [

কলেজের শিক্ষকবৃন্দ, আলেম ওলামাগণ, বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বিট ইনচার্জ এসআই সালাউদ্দিন।